শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

দরূদ সালামের আশিকের মর্যাদা

একদা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূ বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাগদাদ শরীফের বিজ্ঞ আলিম হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট তাশরিফ নিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর কপালে চুমু দিয়ে খুবই সম্মানের সাথে নিজের পাশে বসালেন। সেখানে উপস্থিত লোকেরা আরয করলেন: হে সায়্যিদী! আপনি ও বাগদাদের অধিবাসীরা এতদিন যাবৎ তাঁকে পাগল বলে আসছেন কিন্তু আজকে কেন তাঁকে এমন সম্মান দেখালেন? জবাবে বললেন: আমি এমনিতেই এরূপ করিনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আজ রাতে আমি স্বপ্নে এরূপ ঈমান তাজাকারী দৃশ্য দেখেছি যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বারগাহে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ উপস্থিত হয়েছেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তখন **ছরকারে দোআলম, নূরে মুজাস্‌সম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর কপালে চুমু দিয়ে তাঁর পাশে বসালেন। আমি আরয করলাম **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিবলীর প্রতি এরূপ দয়া প্রদর্শনের কারণ কি? **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে) বললেন: সে প্রত্যেক নামাযের পর এ আয়াত পাঠ করে:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

(পারা ১১, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১২৮)

এবং এর পর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(আল কাওলুল বদী, ৪৬ পৃষ্ঠা, মু'সিসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর মাস

রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাবানুল মুয়াযযাম সম্পর্কে সম্মানিত ফরমান হচ্ছে: "শাবান আমার মাস আর রমযান **আল্লাহর** মাস"।

(আল জামিউস্ সগীর, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

শাবান মাসের ৫টি অক্ষরের বাহার

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ শাবানুল মুয়াযযম মাসের মহত্বের উপর কুরবান হোন! এর ফযিলতের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটাকে **"আমার মাস"** বলেছেন। সায়্যিদুনা গাওসে আযম, মাহবুবে সুবহানী, কিনদীলে নূরানী, শায়খ আবদুল কাদির জীলানী হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরবী (শাবান) এর ৫টি অক্ষর ش، ع، ب، ا، ن, সম্পর্কে নকল করেন। "ش" দ্বারা উদ্দেশ্য شَرَف অর্থাৎ বুযুর্গী বা আভিজাত্য, "ع" দ্বারা উদ্দেশ্য عُلُوّ অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধি, "ب" দ্বারা উদ্দেশ্য بِر অর্থাৎ অনুগ্রহ ও পূন্য, "ا" দ্বারা উদ্দেশ্য اُلْفت অর্থাৎ ভালবাসা ও "ن" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে نُور অর্থাৎ আলো। সুতরাং এ সকল বস্তু গুলো আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাগণকে এ মাসে প্রদান করে থাকেন। এটা ঐ মাস, যাতে নেকী সমূহের দরজা খুলে দেয়া হয়, বরকত সমূহ অবতীর্ণ হয়, গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা আদায় করা হয়। আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাকের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। এটা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণের মাস। (গুনইয়াতুত্ব ত্বালিবীন, ১ম খন্ড, ৩৪১-৩৪২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রেরণা

হযরত সয়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: শাবান মাসের চাঁদ দৃষ্টি গোচর হতেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের প্রতি খুব বেশী মনোযোগী হতেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত বের করে নিতেন (আদায় করতেন) যাতে অক্ষম ও মিসকীন লোকেরা রমযান মাসে রোযা রাখার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। শাসকগণ বন্দীদের তলব করে যার উপর শাস্তি কার্যকর করা প্রয়োজন তার উপর শাস্তি কার্যকর করতেন আর অন্যান্যদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতেন। ব্যবসায়ীগণ তাদের কর্জ পরিশোধ করতেন, অন্যান্যদের থেকে বকেয়া টাকা আদায় করে নিতেন (এভাবে রমযান মাসের চাঁদ উদিত হবার পূর্বেই নিজেকে অবসর করে নিতেন) আর রমযান এর চাঁদ দৃষ্টিগোচর হতেই গোসল করে (অনেকে) ইতিকাফে বসে যেতেন।

(গুনইয়াতুত্ব ত্বালিবীন, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগের মুসলমানদের আগ্রহ

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে ইবাদতের প্রতি কিরূপ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আফসোস বর্তমান যুগের মুসলমানদের সম্পদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদানী চিন্তা-ধারার অধিকারী পূর্ববর্তী মুসলমানগণ বরকতময় দিনগুলোতে **আল্লাহ তাআলা**র ইবাদত অধিক পরিমাণে করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতেন, আর বর্তমানের মুসলমানগণ মোবারক দিনগুলোতে বিশেষ করে রমযান শরীফে দুনিয়ার হীন সম্পদ অর্জন করার নতুন নতুন ফন্দি আবিষ্কারের চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকে। **আল্লাহ তাআলা** আপন বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নেকী সমূহের সাওয়াব ও প্রতিদান অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু দুনিয়ার সম্পদে মত্ত লোকেরা রমযানুল মোবারকে নিজেদের পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে নিজ মুসলমান ভাইদের মধ্যে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। শত কোটি আফসোস! মুসলমানদের কল্যান কামনার আগ্রহ বিলীন হতে দেখা যাচ্ছে!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

এ্যায় খাসায়ে খাসানে রাসুল ওয়াক্তে দো'আ হে,
উম্মত পে তেরি আকে আজব ওয়াক্ত পড়া হে।
ফরিয়াদ হ্যাঁ এ্যায় কিশতিয়ে উম্মতকে নিগাহবান,
বেড়া ইয়ে তাবাহীকে করীব আন লাগা হে।

নফল রোযার পছন্দনীয় মাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবান মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখতে পছন্দ করতেন। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবী কায়স رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত: তিনি উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলতে শুনেছেন; **তাজেদারে রিসালাত, শাহান শাহে নবুয়ত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দের মাস শাবানুল মুআয্যম ছিল, কারণ এতে (তিনি) রোযা রাখতেন অতঃপর (এভাবে) এটাকে রমযানুল মোবারক এর সাথে মিলিয়ে দিতেন।

(আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৩১, দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরবী, বৈরুত)

মানুষ এটা থেকে উদাসীন

হযরত সায়্যিদুনা ওসামা বিন যায়দ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি দেখেছি, যেভাবে আপনি শাবান মাসে রোযা রাখেন সেভাবে অন্য কোন মাসে (রোযা) রাখেন না? তিনি ইরশাদ করলেন: "রজব ও রমযান এর মধ্যবর্তী এ মাস রয়েছে। লোকেরা এটার থেকে উদসীন। এ মাসে মানুষের আমল সমূহ **আল্লাহ তাআলা**র কাছে নেয়া হয় আর আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার আমল এ অবস্থাতে উঠানো হোক যখন আমি রোযা অবস্থায় থাকি।"

(সুনানে নাসায়ী, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীন নং- ২৩৫৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

মৃত্যুবরণ কারীদের তালিকা তৈরির মাস

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ শাবান মাসে রোযা রাখতেন। তিনি বলেন; আমি আরয করলাম: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সকল মাসের মধ্যে কি **আপনার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিকট শাবানের রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয়? তখন আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লবীব, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **“আল্লাহ তাআলা** এ বৎসরে মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি আত্মার নাম (এ মাসে) লিখে দেন আর আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার বিদায়ের সময় (যখন) আসবে (তখন যেন) আমি রোযা অবস্থায় থাকি।”

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আক্বা ﷺ শাবান মাসে অধিক রোযা রাখতেন

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাবান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। বরং সম্পূর্ণ শাবান মাসই রোযা রেখে নিতেন এবং ইরশাদ করতেন: “নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর, কারণ **আল্লাহ তাআলা** ততক্ষণ নিজের দয়া বন্ধ করেন না, যতক্ষণ তোমরা ক্লান্ত না হও।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৭০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফ্‌তি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এ হাদীসে পাকের টীকায় লিখেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাবানে অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন, এতে আধিক্যকে সারা মাস রোযা রাখা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: বলা হয়, ‘অমুক সারা রাত ইবাদত করেছেন’ অথচ সে রাতে খানাও খেয়েছেন প্রয়োজনীয় কাজও করেছেন, এখানে আধিক্যকে সম্পূর্ণ বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: এ হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল, শাবান মাসে যে শক্তি রাখে, সে যেন বেশী পরিমানে রোযা রাখে কিন্তু যে দূর্বল হয় সে যেন রোযা না রাখে। কেননা এতে রমজানের রোযার উপর প্রভাব পড়বে। যে হাদীস গুলোতে বলা হয়েছে: অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখিওনা, সেখানে এটাই উদ্দেশ্যে। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৭৩৮)

(নুযহাতুলক্বারী, ৩য় খন্ড, ৩৭৭, ৩৮০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল, মরকাযুল আউলিয়া লাহোর)

দা’ওয়াতে ইসলামীতে রোযার বাহার

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“ফয়যানে সুন্নাত”** প্রথম খন্ড ১৩৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: উল্লেখিত হাদীস শরীফে সম্পূর্ণ শাবানুল মুয়ায্‌যম মাসের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাবানুল মুয়ায্‌যম মাসের অধিকাংশ রোযা (অর্থাৎ মাসের অর্ধেক থেকে বেশী দিন)।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৩ পৃষ্ঠা)

যদি কেউ সম্পূর্ণ শাবানুল মুয়ায্যমের রোযা রাখতে চায়, তবে তার জন্য নিষেধও নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! তাবলিগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন রজবুল মুরাজ্জব এবং শাবানুল মুয়ায্যম উভয় মাসে রোযা রাখে, আর ধারাবাহিক রোযা রেখে এ সম্মানীত ব্যক্তিগণ রমযানুল মোবারকের রোযার সাথে মিলিয়ে নেয়।

শাবান মাসে বেশী পরিমানে রোযা রাখা সুন্নাত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বর্ণনা করেন: **হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বনী আদম, রাসুলে মুহতাশাম, শফিয়ে উমাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমি শাবান মাসের চেয়ে বেশী রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখিনি। **তিনি** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু দিন ব্যতীত সম্পূর্ণ মাসই রোযা রাখতেন।

(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৬, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত)

তেরি সুন্নাতো পে চল কর মেরি রূহ জব নিকল কর,

চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কল্যাণময় রাত সমূহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি **রাসুলে করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, **আল্লাহ তাআলা** (বিশেষত) চারটি রাতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন। (১) কুরবানীর ঈদের রাত, (২) ঈদুল ফিতরের রাত, (৩) শাবানের ১৫তম রাত। এই রাতে মৃত্যুবরণকারীদের নাম ও মানুষের রিয্ক (জীবিকা) এবং (এ বৎসর) হজ্ব পালনকারীদের নাম লিখা হয়, (৪) আরাফাহ (অর্থাৎ যিলহজ্জের ৮ ও ৯ তারিখে) এর রাত (ফজরের) আযান পর্যন্ত। (তাফসীরে দূররে মানসুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

নাজুক ফয়সালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৫ই শাবানুল মুয়ায্যমের রাতটি কতই নাজুক। জানিনা অদৃষ্টে কি লিখে দেয়া হয়। অনেক সময় বান্দা উদাসীন অবস্থায় থাকে আর অপরদিকে তার ব্যাপারে কত কিছুই হয়ে যাচ্ছে। যেমন- **"গুনইয়াতুত তালিবীন"** এ রয়েছে: অনেক কাফন ধুয়ে তৈরী করে রাখা হয় কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজার সমূহে ঘোরা-ফেরায় রত থাকে, অনেক লোক এমনই রয়েছে, যাদের জন্য কবর খনন করে তৈরী করা হচ্ছে কিন্তু এগুলোতে যারা দাফন হবার অপেক্ষায় রয়েছে তারা হাসি-খুশীতে বিভোর হয়ে থাকে, অনেক লোক হেসে যাচ্ছে অথচ তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। বহু দালানের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণ হতে চলেছে কিন্তু দালানের মালিকের মৃত্যুকালও পূর্ণ হয়ে গেছে।

(গুনইয়াতুত তালিবীন, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

আ-গা আপনি মওত ছে কুয়ি বশর নেহী,
সামান ছো বরছ কা হে পলকি খবর নেহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য গুনাহ্গারদের ক্ষমা হয়ে যায় কিন্তু...........

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার নিকট জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এসে বললেন; এটা শাবানের ১৫তম রাত, এ রাতে আল্লাহ তাআলা বনী কালব এর ছাগলের পশম পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করেন। তবে কাফির ও শত্রুতা পোষনকারী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদ পানে অভ্যস্তদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৩৭) (হাদীসে শরীফে: টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী দ্বারা যে বর্ণনা রয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অহংকারবশত টাখনুর নিচে লুঙ্গি বা পায়জামা ইত্যাদি ঝুলানো) কোটি কোটি হাম্বলী মতাবলম্বীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا হতে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে হত্যাকারীর কথাও উল্লেখ রয়েছে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৫৩, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তাআলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

হযরত সায়্যিদুনা কাছির বিন মুররাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দোজাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ তাআলা** শাবানের ১৫তম রাতে সমগ্র যমীনের অধিবাসীদেরকে ক্ষমা করে দেন, (শুধু মাত্র) কাফির ও শত্রুতা পোষণকারীদের ছাড়া।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৩০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

হযরত দাউদ عَلَیْہِ السَّلَام এর দোআ

আমীরুল মু'মিনীন, মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم প্রায়ই শাবানুল মুয়ায্যমের ১৫তম রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে ঘরের বাইরে বের হতেন। একবার এভাবে শবে বরাতে বাইরে বের হলেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন: 'একবার **আল্লাহ**র নবী হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام শাবানের ১৫তম রাতে আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন: এটা ঐ সময়, যে ব্যক্তি এ সময় যা দোআ **আল্লাহ তাআলা**র নিকট করেছে, তার দোআ **আল্লাহ তাআলা** কবুল করেছেন, আর যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে দোআ প্রার্থনা কারী ওস্‌সার (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কর আদায় কারী), যাদুকর, গণক, ও বাদ্য-বাজনাকারী যেন না হয়। অতঃপর এ দোআ করলেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ دَاوُدَ اغْفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اَوِ اسْتَغْفَرَكَ فِيْهَا

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অর্থাৎ- **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ! হে দাউদ এর পালনকর্তা! যে এ রাতে তোমার নিকট দোআ করে অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (লাতায়িফুল মাআরিফ লিইবনে রজব হাম্বলী, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারু ইবনে হুজম, বৈরুত)

হার খাতা তু দর গুজর কর বেকসু মজবুর কি,
ইয়া ইলাহী! মাগফিরাত কর বেকসু মজবুর কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বঞ্চিত লোকেরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। কোন অবস্থাতেই এ রাতটি অবহেলায় কটিয়ে দেয়া উচিত নয়। এ রাতে বিশেষভাবে রহমতের বৃষ্টি মুষলদারে বর্ষিত হয়। এ মোবারক রাতে আল্লাহ তাআলা "বনী কালব" গোত্রের ছাগল গুলোর লোম অপেক্ষাও অধিক উম্মতের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে, "বনী কালব গোত্রটি আরবের গোত্র গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ছাগল পালন করত।" আহ! কিছু হতভাগা লোক এমনও রয়েছে, যাদেরকে ও শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তি লাভের রাতও ক্ষমা না করে শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **"ফাযায়েলুল আওকাত"** এ বর্ণনা করেন: **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় ফরমান হচ্ছে: "ছয় প্রকারের ব্যক্তিদেরকে এ রাতেও ক্ষমা করা হয় না:- (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য, (৩) ব্যভিচারী, (৪) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, (৫) ছবি প্রস্তুতকারী, (৬) চোগলখোর।" (ফযায়েলুল আওকাত, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭, মাকতাবাতুল মানারাহ, মক্কাতুল মুকার্‌রমা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

অনুরূপভাবে গণক, যাদুকর, অহংকার সহকারে পায়জামা অথবা লুঙ্গি গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে পরিধানকারী ও কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষনকারীও এ রাতে ক্ষমার সৌভাগ্য লাভ থেকে বঞ্চিত থাকার অঙ্গীকার রয়েছে। সুতরাং সমস্ত মুসলমানদের উচিত, উপরোক্ত গুনাহ থেকে যদি **(আল্লাহর পানাহ্)** কোন একটির মধ্যে লিপ্ত থাকে তবে তারা যেন বিষেশত এই গুনাহ থেকে আর সাধারণত প্রত্যেক গুনাহ্ থেকে শবে বরাত আসার পূর্বেই বরং আজ ও এখন সত্যিকার অর্থে তাওবা করে নেয়, এবং যদি কোন বান্দার হক নষ্ট করে তবে তাওবার সাথে সাথে তার থেকে ক্ষমা চাওয়ার তরকীব (ব্যবস্থাও) করে নিন।

ইমামে আহ্লে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পয়গাম

সমস্ত মুসলমানের নামে

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আলিয়ে নে'মত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীনো মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআ'ত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইরো বারকত, হানাফী মাযহাবের মহান আলিম ও মুফতী হযরত আল্লামা মাওলানা আল-হাজ্জ, আল-হাফিজ, আল-কারী, শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের এক মুরীদকে শবে বরাতের আগে তাওবা ও ক্ষমা চাওয়া সম্পর্কে একটা মকতুব শরীফ (চিঠি) প্রেরণ করেন। সেটার তাৎপর্য এর প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। যেমন:- **“কুল্লিয়াতে মাকাতিবে রযা”** ৩৫৬-৩৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: শবে বরাত সন্নিকটে, এ রাতে সমস্ত বান্দার আমল সমূহ **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে পেশ করা হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় মুসলমানদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন, কিন্তু কিছু লোক এমন রয়েছে; যাদের মধ্যে ঐ দু'জন মুসলমান যারা পরস্পর দুনিয়াবী কারণে অসন্তুষ্ট থাকে। বলা হয়; "এদেরকে এভাবে রাখো, যতক্ষণ তারা পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করে না নেয়।" তাই আহ্লে সুন্নাতের অনুসারীদের উচিত যতটুকু সম্ভব ১৪ তারিখ শাবান সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই একে অপরের সাথে আপোষ করে নেয়। একে অপরের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেয় বা ক্ষমা চেয়ে নেয়। যাতে **আল্লাহ তাআলা**র অনুমতিক্রমে বান্দাদের হক সমূহ থেকে আমল নামা শূণ্য হয়ে আল্লাহর দরবারে পেশ হয়। মাওলার হক গুলোর ব্যাপারে সত্য অন্তরে তাওবা করাই যথেষ্ট। হাদীস শরীফে রয়েছে:

اَ لتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنبَ لَهٗ

(অর্থাৎ- "গুনাহ্ থেকে তাওবাকারী এমন, যেন সে গুনাহ্ই করেনি।" (ইবনে মাযাহ্, হাদীস নং ৪২৫০)) এমতাবস্থায় **আল্লাহ তাআলা**র অনুমতিক্রমে অবশ্যই এ রাতে পূর্ণ ক্ষমা লাভের আশা করা যায় তবে আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। (অর্থাৎ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হওয়া আবশ্যক) وَ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّ حِيْم (তিনি গুনাহ ক্ষমা কারী ও করুনা কারী) এসব ভাইদের মধ্যে সন্ধি ও পরস্পরের হক ক্ষমা করার রীতি **আল্লাহ তাআলা**র প্রশংসাক্রমে এখানে বহু বছর থেকে অব্যাহত রয়েছে। আশা করি আপনারাও সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে তা প্রচলন করে

مَنْ سَنَّ فِي الْاِ سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُ هَا وَ اَ جْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْ رِهِمْ شَئٌ

(অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলামে পূর্ণময় পন্থা আবিষ্কার করে তার জন্য সেটার সাওয়াব রয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত তদানুযায়ী যারা আমল করবে তাদের সকলের সাওয়াব সর্বদা তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হবে, অথচ (যারা আমল করবে) তাদের সাওয়াবেও কিছু হ্রাস করা হবেনা।) এর প্রযোজ্যতা অর্জন করুন। আর এ অধমের জন্য উভয় জগতে ক্ষমা প্রাপ্তির দোআ করুন। অধমও আপনাদের জন্য দোআ করছি এবং করব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। সমস্ত মুসলমানকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হোক যে, সেখানে (**আল্লাহ তাআলা**র দরবারে) না শুধু ভাষা দেখা হয়, না কপটতা পছন্দনীয়, সন্ধি ও পরস্পর ক্ষমা করা যেন সত্য অন্তঃকরণেই হয়। ওয়াস্সালাম।

ফকীর আহমদ রযা কাদেরী عُفِیَ عَنْہُ বেরেলী থেকে।

১৫ই শাবানের রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী: "যখন শাবানের ১৫তম রাতের আগমন ঘটে তখন তাতে কিয়াম (ইবাদত) করো আর দিনে রোযা রাখো। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তাআলা** সূর্যাস্তের পর থেকে প্রথম আসমানে বিশেষ তাজাল্লী (উজ্জ্বল্য) বর্ষণ করেন এবং ইরশাদ করেন: কেউ আছ কি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কারী, তাকে আমি ক্ষমা করে দিব! কেউ আছ কি জীবিকা প্রার্থানা কারী, তাকে আমি জীবিকা দান করব! কেউ আছ কি মুসিবতগ্রস্ত, তাকে আমি মুক্তি প্রদান করব! কেউ এমন আছ কি! কেউ এমন আছ কি! সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এরূপ ইরশাদ করতে থাকেন।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ্, ২য় খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮৮, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

উপকারী কথা

শবে বরাতে আমল নামা পরিবর্তন হয়, সুতরাং সম্ভব হলে ১৪ই শাবানুল মুয়ায্‌যমেও রোযা রেখে দিন যেন আমল নামার শেষ দিনেও রোযা হয়। ১৪ই শাবান আসরের নামায জামাআতে আদায় করে সেখানেই নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে, আর মাগরিবের নামাযের জন্য অপেক্ষার নিয়্যতে মসজিদেই অবস্থান করা উচিত, যাতে আমল নামা পরিবর্তন হওয়ার শেষ মূহুর্ত মসজিদে উপস্থিত ও ইতিকাফ এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা ইত্যাদির সাওয়াব লিখা হয়। বরং কতই সৌভাগ্য হত! যদি সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করা যেত।

সবুজ পত্র

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একবার শাবানুল মুয়ায্‌যমের ১৫ তারিখ রাত অর্থাৎ শাবে বরাতে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। যখন (সিজদা হতে) মাথা উঠালেন তখন একখানা "সবুজ পত্র" পেলেন, যার আলো আসমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাতে লিখা ছিল:-

هٰذَهٖ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ لِعَبْدِهٖ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ

অর্থাৎ মালিক ও পরাক্রমশালী মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা "জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি নামা" যা তাঁর বান্দা ওমর বিন আবদুল আযীযকে প্রদান করা হল। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এ ঘটনায় যেভাবে আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মহান মর্যাদার প্রকাশ পেয়েছে অনুরূপভাবে শবে বরাতের মর্যাদা ও আভিজাত্যও প্রকাশ হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এ মোবারক রাত জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে বরাত (অর্থাৎ মুক্তি) পাওয়ার রাত। এ জন্যই এ রাতকে শবে বরাত বলা হয়।

মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল নামায

আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ السَّلَام এর অনুসৃত কর্মসমূহে এটাও রয়েছে যে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায়ের পর ৬ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় করা। প্রথম দু'রাকাতের পূর্বে এ নিয়্যত অন্তরে রাখবেন যে, **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ! এ দু'রাকাত নামাযের বরকতে আমাকে মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান করুন। এর পরের দু'রাকাতে এ নিয়্যত করুন যে, **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ! এ দু'রাকাত নামাযের বারাকাতে আমাকে বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ রাখুন। সর্বশেষ দু'রাকাতের জন্য এ নিয়্যত করুন, **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ! এ দু'রাকাতের বরকতে আমাকে আপনি ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী করবেন না। এই ৬ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়তে পারেন। উত্তম হচ্ছে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ৩ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করা। প্রত্যেক ২ রাকাত পর ২১ বার সূরা ইখলাছ অথবা সূরা ইয়াসিন শরীফ ১ বার পাঠ করবেন। যদি সম্ভব হয় উভয়টিই পাঠ করুন। এমনও করতে পারেন যে, একজন ইসলামী ভাই উচ্চ স্বরে ইয়াসিন শরীফ পাঠ করবে আর অন্যরা নিশ্চুপ থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এ সময় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন যে, অন্য কেউ যেন মুখে ইয়াসিন শরীফ কিংবা অন্য কোন কিছুও পাঠ না করে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

এ মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখুন! যখন কুরআন করীম উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়, তখন যে লোকেরা শ্রবন করার জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদের জন্য ফরযে আইন হচ্ছে নিশ্চুপ হয়ে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ রাতের শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে। প্রত্যেক বার ইয়াসিন শরীফের পর অর্ধ শাবানের দোআও পাঠ করে নিন।

অর্ধ শাবানের দোআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ یَا ذَا الْمَنِّ وَلَا یُمَنُّ عَلَیْہِ۔ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔ یَا ذَا الطَّوْلِ وَالْاِنْعَامِ۔ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ ۔ظَھْرُ اللَّاجِیْنَ۔ وَجَارُ الْمُسْتَجِیْرِیْنَ۔ وَاَمَانُ الْخَآئِفِیْنَ۔ اَللّٰھُمَّ اِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنِیْ عِنْدَکَ فِیْ اُمِّ الْکِتٰبِ شَقِیًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقَتَّرًا عَلَیَّ فِی الرِّزْقِ فَامْحُ اَللّٰھُمَّ بِفَضْلِکَ شَقَاوَتِیْ حِرْمَانِیْ وَطَرْدِیْ وَاقْتِتَارَ رِزْقِیْ۔ وَاَثْبِتْنِیْ عِنْدَکَ فِیْ اُمِّ الْکِتٰبِ سَعِیْدًا مَّرْزُوْقًا مُّوَفَّقًا لِّلْخَیْرَاتِ۔ فَاِنَّکَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ فِیْ کِتَابِکَ الْمُنَزَّلِ۔ عَلٰی لِسَانِ نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ۔ (یَمْحُوا اللّٰہُ مَا یَشَآءُ وَیُثْبِتُ ۚۖ وَعِنْدَہٗۤ اُمُّ الْکِتٰبِ) اِلٰھِیْ بِالتَّجَلِّیْ الْاَعْظَمِ۔ فِیْ لَیْلَۃِ النِّصْفِ مِنْ شَھْرِ شَعْبَانَ الْمُکَرَّمِ۔ اَلَّتِیْ یُفْرَقُ فِیْھَا کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ وَّیُبْرَمُ۔ اَنْ تَکْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبَلْوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ۔ وَاَنْتَ بِہٖ اَعْلَمُ۔ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَکْرَمُ۔ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

অনুবাদ:- **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ**!** হে ইহ্সানকারী! যাঁর উপর ইহ্সান করা যায়না। হে মহান শান ও মহত্ত্বের অধিকারী! হে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানকারী! আশ্রয় প্রার্থনা কারীদের আশ্রয় ও ভীত গ্রস্তদের নিরাপত্তা দাতা। **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ**!** যদি তুমি আমাকে তোমার নিকট লওহে মাহ্ফুযে হতভাগ্য, বঞ্চিত, বিতাড়িত ও জীবিকার মধ্যে সংকীর্ণতা অবস্থা লিখে থাকো, তবে **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ**!** আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্যতা, বঞ্চিত, অপদস্ততা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দূর করে দিন এবং আপনার নিকট লওহে মাহ্ফুযে আমাকে সৌভাগ্যবান, জীবিকা প্রাপ্ত ও সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হিসাবে লিখে দিন। কারণ তুমিই তোমার নাযিলকৃত কিতাবে তোমারই প্রেরিত **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মূখে বলেছে আর তোমার এই বলাটা সত্য। "**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আল্লাহ যা চায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত করে এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে।" (পারা ১৩, সূরা- রাদ, আয়াত- ৩৯) **হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ**!** তাজ্জল্লিয়ে আযমের ওয়াসীলায় যা অর্ধ শাবানুল মুয়ায্যমের (১৫তম) রাতে রয়েছে, যাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কর্ম ও স্থির করে দেয়া হয়। (**হে আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ**!**) মুসীবত সমূহ আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি কিংবা জানিনা, অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী। **আল্লাহ তাআলা** আমাদের সরদার **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ও তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বংশধর, সাহাবাগণ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন। সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের পালন কর্তা আল্লাহর জন্য।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর মাদানী অনুরোধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর বছরের পর বছর ধরে উল্লেখিত নিয়মানুসারে শবে বরাতের ৬ রাকাত নফল নামায আদায় ও তিলাওয়াত প্রভৃতির অভ্যাস রয়েছে। মাগরিবের পর আদায়কৃত এ ইবাদত নফল হিসেবে গণ্য। ফরয কিংবা ওয়াজিব নয় আর মাগরিবের পর নফল নামায আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতে ব্যাপারে শরীয়তের মধ্যে কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। হযরত আল্লামা ইবনে রাজাব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ লিখেন: শাম বাসীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ীগণ যেমন: হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন মা’দান, হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল, হযরত সায়্যিদুনা লোকমান বিন আমীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِم অন্যান্যরা শবে বরাতের অনেক সম্মান করতেন আর এ রাতে খুব বেশি ইবাদত করতেন। তাঁদের কাছ থেকে অন্যান্য মুসলমানেরা এই মোবারক রাতের সম্মান করা শিখেছেন। (লাতায়িফুল মা’আরিফ, ১ম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা) হানাফী মাযহাবের গ্রহনযোগ্য কিতাব **“দুররে মুখতার”** এর মধ্যে রয়েছে শবে বরাতে রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব, (শুধু সম্পূর্ণ রাত জেগে থাকাকে রাত জাগ্রত থাকা বলেনা) বরং রাতের অধিকাংশ সময় জেগে থাকাও হচ্ছে রাত জাগ্রত থাকা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৬৭৯ পৃষ্ঠা, মাকাতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী)

মাদানী অনুরোধ: সম্ভব হলে সকল ইসলামী ভাইয়েরা নিজ নিজ এলাকার মসজিদে মাগরিবের নামাজের পর ৬ রাকাআত নফল প্রভৃতির ব্যবস্থা করুন আর অগনিত সাওয়াব অর্জন করুন। ইসলামী বোনেরা নিজ নিজ ঘরে এই আমল করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সারা বছর যাদু থেকে নিরাপদ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ১৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ইসলামী জিন্দেগী"** এর ১৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যদি এ রাতে (শবে বরাত) কুল গাছের সাতটি পাতা পানিতে সিদ্ধ করে (যখন পানি গোসল করার উপযোগী হয়ে যায় তখন) গোসল করে নিবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সারা বছর যাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবেন।

শবে বরাত ও কবর যিয়ারত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বলেন: আমি এক রাতে **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আন্ওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলাম না। অতঃপর জান্নাতুল বাক্বীর (কবরস্থান) এ পেলাম। তিনি আমাকে ইরশাদ করলেন: তুমি কি এ কথার আশংকা করেছিলে যে, **আল্লাহ তাআলা** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার প্রাপ্য বিনষ্ট করবে? আমি আরয করলাম: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধারণা করেছি যে, হয়তো আপনি পবিত্র বিবিগণের মধ্যে কারো ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাবানের ১৫ তারিখ রাতে প্রথম আসমানের উপর তাজাল্লী (আলো) বিচ্ছুরিত করেন, অতঃপর বনী কালব গোত্রের ছাগল গুলোর পশম অপেক্ষাও অধিক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেন।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৯, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আতশবাজীর আবিষ্কারক কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ শবে বরাত জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভের রাত, কিন্তু শতকোটি আফসোস! বর্তমান মুসলমানদের একটি বড় অংশ আগুন থেকে মুক্তি লাভের পরিবর্তে নিজে টাকা পয়সা খরচ করে নিজের জন্য আগুন অর্থাৎ আতশবাজীর সামগ্রী কিনে নেয় আর এভাবে অতি মাত্রায় আতশবাজী জ্বালিয়ে (ফাটিয়ে) এ পবিত্র রাতের পবিত্রতাকে পদদলিত করে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর সংক্ষিপ্ত কিতাব **“ইসলামী জিন্দেগী”** তে লিখেছেন: এ রাত গুনাহে অতিবাহিত করা বড় হতভাগ্যের কথা। আতশবাজী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে: এটা বাদশাহ্ নমরূদ আবিষ্কার করেছে। যখন সে হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং অগ্নিকুন্ড বাগানে পরিণত হয়েছিল তখন তার লোকেরা আগুনের অঙ্গার ভর্তি করে তার মধ্যে আগুন লাগিয়ে তা হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দিকে নিক্ষেপ করেছিল।

(ইসলামী জিন্দেগী, ৭৭ পৃষ্ঠা)

শবে বরাতে প্রচলিত আতশবাজী হারাম

আফসোস! শবে বরাতে ‘আতশবাজী’র নিকৃষ্ট প্রথা এখন মুসলমানদের মধ্যে চরম ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে **“ইসলামী জিন্দেগী”**তে রয়েছে: মুসলমানদের লাখ লাখ টাকা প্রতি বছর এ প্রথাই ধ্বংস হয়ে যায়, আর প্রতি বছর খবর আসে, অমুক জায়গায় আতশবাজীতে এ পরিমাণ ঘর জ্বলে গেছে এবং এত সংখ্যক মানুষ পুঁড়ে মারা গেছে। এর দ্বারা প্রাণহানী, সম্পদ বিনষ্ট ও ঘর বাড়ীতে আগুন লাগার আশংকা থাকে। এছাড়া নিজের সম্পদে নিজের হাতে আগুন লাগানো আর **আল্লাহ তাআলা**র নাফরমানির ক্ষতি নিজের মাথায় নেওয়া,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে এই অনর্থক ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। নিজের সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদেরকে ও বাঁধা দিন। যেখানে ভবঘুরে ছেলেরা এ খেলা করে, সেখানে তামাশা দেখার জন্যও যাবেন না। (ইসলামী জিন্দেগী, ৭৮ পৃষ্ঠা) (শবে বরাতে প্রচলিত) আতশবাজী জ্বালানো/ছোড়া নিঃসন্দেহে অপচয় ও অমিতব্যয়িতা। অতএব এই কাজ নাজায়িয ও হারাম হওয়া এবং অনুরূপভাবে আতশবাজী তৈরি করা, বিক্রয় করা ও ক্রয় করা সব শরীয়তে নিষিদ্ধ। (ফতোওয়ায়ে আজমলীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আতশবাজী যেভাবে বিবাহ ও শবে বরাতে প্রচলিত রয়েছে নিঃসন্দেহে হারাম ও সম্পূর্ণ অপরাধ। কেননা এর মাধ্যমে সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা)

আতশবাজী জায়েয হওয়ার অবস্থা সমূহ

শবে বরাতে যে আতশবাজী ছোড়া বা জ্বালানো হয় তার উদ্দেশ্য খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন হয়ে থাকে। অতএব এটা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। তবে এর কিছু জায়েয অবস্থাও রয়েছে। যেমন: আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হল: ওলামায়ে দ্বীন এ মাসআলা সম্পর্কে কি বলেন যে, আতশবাজী তৈরী করা ও নিক্ষেপ করা হারাম কিনা?

উত্তর: নিষিদ্ধ ও গুনাহ। কিন্তু ঐ বিশেষ অবস্থায় জায়েজ যা খেলাধুলা ও অমিতব্যয়িতা থেকে পবিত্র, যেমন: চাঁদ দেখার ঘোষনায়, জঙ্গলে বা প্রয়োজনে শহর থেকে কষ্ট প্রদান কারী জন্তুকে বিতাড়িত করার জন্য, অথবা শস্যক্ষেত বা ফলের গাছ থেকে জন্তুকে তাড়িয়ে দেয়া ও পাখিকে উড়াইয়া দেয়ার জন্য (বৈধ)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

তুঝ কো শাবানে মুয়াজ্জম কা খোদায়া ওয়াসেতা,
বখশ দে রব্বে মুহাম্মদ তু মেরি হার এক খতা।

(১) শবে বরাতের ইজতিমায় আমার অন্তর জেগে উঠল

শবে বরাতে ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য, এ পবিত্র রাতে নিজেকে আতশবাজী ও অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য অনুরূপভাবে নিজেকে চরিত্রবান মুসলমান বানানোর জন্য তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, প্রতি মাসে তিনদিনের জন্য আশেকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন আর মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য দুইটি মাদানী বাহার পেশ করা হচ্ছে: মারকাযুল আউলিয়া (লাহোরের) এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্ম: তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে **আল্লাহর পানাহ্!** অধিকতর বদমাযহাবীদের সংস্পর্শে থাকার মত অনেক বড় গুনাহের সাথে সাথে অন্যান্য গুনাহের ভয়ংকর জলাভূমিতে ফেসে গিয়েছিলাম। শতকোটি আফসোস! দিন রাত সিনেমা-নাটক দেখা, অশ্লীল আড্ডায় প্রত্যাবর্তন করা আমার নিকট **আল্লাহ তাআলার পানাহ্!** গর্ব করার মত ছিল। আমার গুনাহ ভরা হেমন্ত কালের পূর্ণ সন্ধ্যার সমাপ্তি ও নেকী ভরা বসন্তের প্রভাতের আরম্ভ এভাবে হয়, এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে আমার “হানজারওয়ালে” শবে বরাতের ধারাবাহিকতায় হওয়া সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য নসীব হল। মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ান এমন হৃদয় বিদারক ছিল, আমি নিজের গুনাহের লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেলাম। **আল্লাহ তাআলা**র (অসন্তুষ্ট হওয়ার) ভয় এমন ভাবে সঞ্চার হল যে, আমার চোখ থেকে কান্না বের হয়ে এল!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ইজতিমার শেষে আমাদের এলাকার মাদানী কাফেলা যিম্মাদার ইসলামী ভাই আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আমাকে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফরের তরগীব দিলেন। যেহেতু অন্তর উজ্জীবিত ছিল তাই আমি তার ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলার মধ্যে আশেকানে রাসুলদের স্নেহভরা সংস্পর্শে থেকে অসংখ্য সুন্নাত শিখার সৌভাগ্য অর্জন হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি অতীতের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম, যখন রমজানুল মোবারকের আগমন ঘটল তখন আমি আশেকানে রাসুলদের সাথে শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। ঐ ইতিকাফে ২৭ তারিখ রাতে এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়ের সাথে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **ছরকারে দোআলম, নূরে মুজাস্সম, রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হল, এটা আমার অন্তরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুহাব্বত আরো বেশী বাড়িয়ে দিল এবং আমি পরিপূর্ণ ভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

আও করনে লাগো গে বহুত নেক কাম, মাদানী মহল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ফযলে রব ছে হো দিদারে সুলতানে দি, মাদানী মহল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রাহাত ও চাইন পায়ে গা কলবে হাযীঁ,
মাদানী মহলে মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) ফ্লিম পিপাসু

বাবুল মদীনা (করাচী) "বড়া বোর্ড" এলাকার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: পূর্বেই আমি সমাজে ভবঘুরে যুবক ছিলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে খুব বেশি সিনেমা-নাটক দেখার কারনে মহল্লায় "ফ্লিম খোর" নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলাম। আমার সংশোধন হওয়ার উপায় এভাবে হল যে, এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে কাজ্জি গ্রাউন্ড (গুলবাহার) এ তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্যোগে হওয়া শবে বরাতের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যায়। সেখানে আমি **"কবরের প্রথম রাত"** এর বিষয়ের উপর বয়ান শ্রবণ করি। **আল্লাহ তাআলা**র ভয়ে অন্তর অস্থির হয়ে গেল, আমি পূর্বের গুনাহ্ থেকে তাওবা করি আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, আমাদের সকল পরিবার মর্ডান ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার ইনফিরাদী কৌশিশে আমার পাঁচ ভাই ও **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা হয়ে গেল এবং সবাই মাথার উপর সবুজ ইমামা শরীফের তাজ সাজিয়ে নিল আর ঘরের মধ্যে ও সম্পূর্ণ মাদানী পরিবেশ হয়ে গেল। এ বর্ণনা দেয়া পর্যন্ত হালকা মুশাওয়ারাতের খাদেম হিসাবে সুন্নাতের খিদমত করছি। আমার সুন্নাতের তরবিয়্যতের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করে থাকি।

ইয়া কীনান মুকাদ্দার কা উও হে সিকান্দার, জিসে খাইর ছে মিল গেয়া মাদানী মাহোল।
ইয়াহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলেগি, দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মাহোল।
এ্যায় বিমার ইসইয়া তু আজা ইয়াহা পর,
গুনাহো কি দেগা দাওয়া মাদনী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষের দিকে সুন্নাতের ফযীলতসহ কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালত, শাহেনশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজ্‌মে হিদায়ত, নওশায়ে বজ্‌মে জান্নাত, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকেই ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাছাবীহ্, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদিস- ১৭৫)

সীনা তেরি সুন্নাতো কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়ূসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে হাজির হওয়ার ১১টি মাদানী ফুল

(১) **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর কেননা সেটা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ্, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭১, দারুল মারিফাহ, বৈরুত)

(২) (অলী আল্লাহর মাজার শরীফ) বা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়া, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌঁছিয়ে দিন। **আল্লাহ তাআলা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে আর এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব দান করা হবে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

(৩) মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল না হওয়া। (প্রাগুক্ত)

(৪) কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। **"রদ্দুল মুহতার"** এ রয়েছে (কবরস্থানের মধ্যে কবর প্রশস্ত করে) যে নতুন রাস্তা বের করা হয়েছে সেটার উপর চলাফেরা করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) বরং নতুন রাস্তায় কেবল নিশ্চিত ধারনা হলেও সেটার উপর চলা ফেরা নাজায়িয ও গুনাহ।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফা, বৈরুত)

(৫) কিছু অলীর মাজারে দেখা গিয়েছে যে, যিয়ারতকারীর সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরকে ভেঙ্গে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, এই রকম জায়গায় ঘুমানো, হাটা-চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াতও যিকির করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন।

(৬) কবর যিয়ারত মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে করা, আর কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে যাবেন কেননা তার দৃষ্টি সামনে থাকে, শিয়রের দিক থেকে আসবেন না, কারণ তাকে মাথা তুলে দেখতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

(৭) কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান ক্বিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মূখমন্ডল হয়, এরপর বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অনুবাদ: হে কবরবাসী তোমার উপর রহমত বর্ষিত হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন, তুমি আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।”(কানযুল উম্মাল)

(৮) যে কবরস্থানে প্রবেশ করে এটা বলবে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَ جْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِىْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ بِكَ مُؤْ مِنَةٌ اَدْ خِلْ عَلَيْهَا رَوْ حًا مِّنْ عِنْدِ كَ وَ سلَا مًا مِّنِّىْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! (হে) গলে যাওয়া শরীর ও পচনযুক্ত হাঁড়ের রব! যে দুনিয়া থেকে ঈমান সহকারে বিদায় হয়েছে তুমি তার উপর আপন রহমত এবং আমার সালাম পৌছিয়ে দিন। তবে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে নিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত যত মু'মিন মারা গিয়েছে সবাই তার (অর্থাৎ দোআ পাঠকারীর) ক্ষমা লাভের জন্য দোআ করবে।

(মুসান্নফে ইবনে আবি শায়বা, ১০ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্র, বৈরুত)

(৯) **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করল অতঃপর সে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা তাকাসূর পড়ল তারপর এ দোআ করল; হে আল্লাহ! আমি যা কিছু কুরআন পড়েছি তার সাওয়াব এ কবরস্থানের মু'মিন নর-নারীকে পৌছিয়ে দিন। তবে সে সমস্ত মু'মিন কিয়ামতের দিন তার (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াবকারীর) জন্য সুপারিশকারী হবে।” (শরহুস সুদুর, ৩১১ পৃষ্ঠা, মারকাজে আহলে সুন্নাত বরকত রযা, হিন্দ) হাদীস শরীফে রয়েছে: যে এগার বার সূরা ইখলাস পড়ে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌছাবে, তবে মৃত ব্যক্তির সমসংখ্যক পরিমান সাওয়াব সে (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াব কারী) পাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

(১০) কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো যাবে না। কেননা এটা বে-আদবী ও মন্দ কাজ (এবং এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়) হ্যাঁ! যদি (উপস্থিতদেরকে) সুগন্ধ (পৌছানোর) জন্য (জ্বালাতে চাই তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবে, কেননা সুগন্ধি পৌছানো পছন্দনীয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ৯ খন্ড, ৪৮২, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলাতোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্য জায়গায় বলেন: **"সহীহ মুসলিম শরীফ"**এ হযরত আমর বিন আস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি ওফাতের সময় নিজের সন্তান কে বলেছেন: যখন আমি মারা যাব তখন আমার সাথে না কোন বিলাপ কারী যাবে, না আগুন যাবে। (সহীহ মুসলিম, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯২, দারু ইবনে হুজম, বৈরুত)

(১১) কবরের উপর চেরাগ বা মোম বাতি প্রভৃতি রাখবেন না। কারণ এটা আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়, হ্যাঁ রাতে পথচারীর জন্য বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পার্শ্বে খালি জমিনের উপর মোমবাতি বা চেরাগ রখতে পারেন।

হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব সমূহ **(১)** ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড এবং **(২)** ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাতে অওর আদাব"** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক সর্বোত্তম মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নত, **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দু ভাষায় লিখেছেন। **দাওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দাওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদনী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, *"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"* اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন্‌আমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net